orca, old friends
OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION
স্প্যান span
অরকা বুলেটিন, স্প্যান—১২। জুলাই ১৯৮৮, ঢাকা।

উষ্ণতা এবং পূর্ণতা—দু'টোর জন্যই সংগী দরকার। তবে বেদনা এবং ব্যর্থতার জন্য—নিঃসংগতাকে সব সময় দায়ী করা ঠিক না। আমাদের অবস্থাটা এরকম—নামী দামী ফুটবল ক্লাব, স্ট্রাইকার আর গোলকী-পারটার অভাবে ইদানীং রেলিগেশন ম্যাচ খেলতে হয় প্রায়। সংগী আছে প্রচুর, উষ্ণতাও যে একেবারে অনুপস্থিত তা-ও নয় তবে ঐ একরোখা পূর্ণতাকে বশীকরন অসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে।

অপূর্ণতার সাথে ঘর সংসার করতে করতে আমাদের সকলের চোখে কোন এক শেষরাতে ঘুমের মাঝে এমন কোন স্বপ্ন কি আপতিত হতে পারে না—.

দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে একটা ট্রেন—'অরকা এক্সপ্রেস'। ইন্জিনে বসে আছে কোন এক্স ক্যাডেট ড্রাইভার—বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ব্রেক। ট্রেনটির পরিচালক আর একজন বিশ্বস্ত এক্স ক্যাডেট—দু'চোখে দায়িত্ব বোধের নেশাটা চিক চিক করছে, আর—

আর, আমরা সবাই যাত্রী—আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং গন্তব্যও অদ্বিতীয়। 'অরকা এক্সপ্রেসের নাড়ী স্পন্দনের সাথে রেজোন্যান্ট হয়ে যাওয়া শব্দগুলো ভেসে আসছে—

আমাদের স্ট্রাইকার আছে, আছে গোলকীপার এবং আমরা সংঘবদ্ধ তাই পূর্ণতাকে বিশ্বস্ত রমনীর মত বশ করতে আমরা পারবোই—।

ওহে ব্যর্থতা—
তুমি বসে বসে আংগুল চোষ।

বনভোজন—'৮৮

এবার জানুয়ারীর মাঝামাঝি শীত তার ঠাণ্ডা আমেজ নিয়ে হাজির হলে আমাদের মধ্যে একটা ভীষন রকম হৈ চৈ পড়ে যায়। আমলবির ঐ ডালের মত আমাদের প্রাণেও তখন লাগল নাচন। বনভোজনে সবাই যাবে। এক পায়ে খাড়া।

বাঙ্গালীর সময় জ্ঞানের দুর্নাম অক্ষুন্ন রেখে 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'। বাসে সব ব্যাচের চীজেরা একত্রিত হয়ে তুমুল কাণ্ড বাঁধালো। ভাগ্যিস বাস প্রানী নয়, হলে বমি করে উগ্‌ড়ে দিত চীজগুলোকে। বলা বাহুল্য পিকনিকের দৃষ্টিকোন থেকে এরাই 'এ্যাবসুলেট্‌লী নরমাল' এবং অলংকার। বাসের গর্জন ভেদ করে ক্যাসেট থেকে ভেসে এল হৃদয় মাতানো সুর।

এবারের পিকনিক স্পটটি গতবারের তুলনায় নিষ্প্রভ। ঢুকেই মন খারাপ হয়ে গেল। গতবারের 'অভিরাম' কটেজটির মতো এটি ছিলনা নয়নাভিরাম। ছিলনা কাছে পিঠে স্বচ্ছ জল নিয়ে শুয়ে থাকা মৌন পুকুর। ঠাণ্ডা হাওয়া। তবু পরাজয়ে ডরে না বীর। সবাই ছড়িয়ে পড়ল সবুজের সমারোহে। বনভূমি ডেকে নিল আমাদের তার উদার শ্যামল কোলে। কেউবা স্থবির কাঁকরার মতো বসে পড়ল কেন্দ্রে। কেন্দ্র থেকে উপভোগ করবে সবার আনন্দ। আনন্দ কি শেয়ার করা যায় যদি আনন্দে অংশগ্রহণ না করতে পারা যায়? কিছুক্ষনের মধ্যে নাশতা দিয়ে আশ্বস্ত করা হলো। বিশেষতঃ তাদেরকে যারা ব্রাজিল-ফ্রান্স ম্যাচটিতে কসরৎ দেখালো। খেলা শেষে ভেসে এলো—'ব্যাটা মহিষের মত খেলে'।

এরপর শুরু হলো আজীব এক প্রতিযোগিতা সবচেয়ে ধীরে কে হাটতে পারে। ব্যাপারটা কঠিন এবং বোরিং। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র আব্দুল আজিজ শিবলী (১৫/৮১৪) কয়েক সেন্টিমিটার কয়েক মিনিটে অতিক্রম করে 'অলসতম ক্যাডেট' নির্বাচিত হলো। ভাগ্যিস পুরস্কার চোখের সামনে ভাসছিল, না হলে নড়তই না! কে যেন বলল একজনের মধ্যে ফাস্টো।

(২/৫৮) এবং ডঃ আহসানুল কবীর (২/৩৬) এর স্মৃতিচারণ যথেষ্ঠ উপভোগ্য ছিল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে স্যার তাঁর কাজের উপর বিশদ বর্ণনা দেন এবং বিভিন্ন স্লাইড দেখান।

পুরো অনুষ্ঠানটি বেশ আনন্দদায়ক এবং হৃদ্যতায় পরিপূর্ণ ছিল। ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান হিসেবে অনেকদিন মনে থাকবে। অনুষ্ঠানটির উপস্হাপক হিসেবে কামাল (১৩/৭১৭) এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে সবুজ (১২/৬৬৩) নিঃসন্দেহে সকলের প্রশংসার দাবীদার।

ঘরোয়া

খালেদ স্যারের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতি ক্যাডেট। এদের অধিকাংশ ছাত্র, স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ দাপটের সাথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল—উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশ গমনের সুযোগ এবং সম্ভাব্যতাকে বিশ্লেষণ করা। এ ব্যাপারে প্রবাসে আস্থানরত ক্যাডেটেরা কতটুকু সাহায্য করতে পারে এটাও আলোচিত হয়।

প্রশ্ন-উত্তরের খেলাটা শেষ করে অরকা অফিসে কৃতি ক্যাডেটদের আয়োজিত ইফতার পার্টিতে খালেদ স্যার অংশগ্রহণ করেন।

সেদিন সকলের মাঝে খান স্যারের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করেছিল—।।

'বন্ধুরা, অরকা প্ল্যানের সম্পাদক হিসেবে গত কয়েকটি সংকলন আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চেষ্টা করেছি। খবরের স্বল্পতা এবং ঢাকার বাইরের ক্যাডেটদের যোগাযোগের অনুপস্থিতির কারনে প্রকাশনা সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছি। গত কয়েকটি প্ল্যানে আমরা লেখার স্টাইলে ব্যতিক্রমধর্মী স্পর্শ রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। যদি কোন আনন্দ অরকা প্ল্যান আপনাদের দিয়ে থাকে সেটা আমাদের সার্থকতা আর বিফলতার সমস্ত দায়দায়িত্ব কাঁধে চেপে আমরা সম্পাদক হিসেবে আমাদের সর্বশেষ সংকলন নিবেদন করলাম'।

'Let all of us prosper together.'

সম্পাদনায় : সাইফুর রহমান সবুজ
আবুহেনা মোস্তফা কামাল

সহযোগিতায় : মাশুক আল হোসাইন
কাজী আসাদুল ইসলাম পাপ্পু

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ সাইফুর রহমান সবুজ

অরকা প্রকাশনা সম্পাদককৃত ২৫০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, থেকে প্রকাশিত ও রিকো প্রিন্টার্স ৯, নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

BOOK POST

TO,

From,
old rajshahi cadets association
250, New Elephant Road, Dhaka-1205.

পিকনিক যখন রান্না বান্না [বান্না আবার কি ?], ক্যাডেট ফ্যাডেট [ক্যাডেটদের পোলা মাইয়া], ভাবী টাবী [টাবী ?— আমাদের ভাইজানদের অবিবাহিতা ছোট গিন্নীরা] নিয়ে বেশ জম জমাট, হঠাৎ করে সেখানে একটা ঘোড়া এসে হাজির। মনিশদেওয়ান (২/৭৪) তার 'ওয়ান ম্যান পাওয়ার' শক্তির শরীরটাকে 'ওয়ান হর্স পাওয়ার' শক্তির জন্তুটার উপর রেখে বেশ একটা টাট্টু শো দেখিয়ে দিল—।

ওনাদের ব্যাচের কয়েকজন তো তখন ভাবতে শুরু করেছে—"মনিশ ব্যাটা এত সুন্দরভাবে ঘোড়াটাকে ম্যানেজ করলো কিভাবে ? বোধ হয় এই ঘোড়াটাও এক্স পি, টি, সি [সারদা], মনিশকে চিনতে পেরেছে।।" অবশ্য তাঁর পার্টনার তালেবুল মাওলার ভাষায় "ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁকিয়া চলিল"।

কিছুক্ষণ পর লাঞ্চ দেয়া হলো। সবাই খেয়ে টইটুম্বুর। বাঙালী ভাত খেয়েছে সুতরাং কীপ সাইলেন্স ধামাধাম কয়েকটা উইকেট পড়ে গেল মানে কেউ কেউ শুয়ে পড়ল ঘাস গালিচায় (স্বাভাবিক ! রান্নার মান যেখানে উন্নত !)।

খানিক বাদে শুরু হলো 'হাড়িভাঙ্গা'। প্রতিবার বিজয়ী গ্রেট মাওলা ভাই যাকে ম্যারাডোনা না বলে, বলা হয় 'হাড়িডোনা; নির্মম এক ঘায়ে বিদায় নেয় প্রতিযোগিতা থেকে। তার হাড়িটা ভাঙলেন তারই ক্ষণকালীন হাড়ি-গার্ড এক মোহাম্মদী বেগ। আহ্ ! ব্রুটাস ! এছাড়া উপায় ছিল না। বোঝা যাচ্ছে ফর্ম থাকতে থাকতে মাওলা ভাই এর বিদায় নেয়া ভাল। না হলে ফ্যান হারাতে পারেন। প্রথম হলেন মেজর (অবঃ) তানিম হাস'ন। 'বাংলার হাড়ি তিনি রাখিবেন মুক্ত'।

মিউজিক্যাল পিলোতে ভাবীদের সে কি রনমূর্তি ! পুরস্কার পেতে চান ঘুষ দিয়ে ! কিন্তু সম্ভব হলো না কেননা ও ব্যাপারে সব ভাবীরাই আগ্রহী। অতঃপর ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিতে হলো সবাইকে। অসহায়-ভাবে যে যার কর্তার দিকে তাকিয়ে। ওদিকে কর্তা ভাব-ছেন অন্যকথা—'ইস্ পুরস্কার যদি পেয়েই যায় তবে ওর (স্ত্রী) ডাটে বাসায় টেকাই যাবেনা। শালা আমার হাড়িটা কে যে ভেঙ্গে দিল ! উপরন্তু ভাবীরা সাবধান ! বিজয়ীনি হলে ভাইরা বলেন আমার ব্যাচ জিতেছে, বলেন না আমার বউ জিতেছে। এ ক্যামন রঙ্গযাদু ?

এর পর লটারী ও অকশন শুরু, যাতে কপর্দক-হীনদের বসে বসে মাছি মারা ছাড়া কিছুই করার

থাকেনা। হাতুকিপটেদের পকেট উজাড় করল কি
ফচ্‌কে ক্যাডেট 'ঘরপোড়া' বুদ্ধি দিয়ে। অকশন শেষে তার
উধাও। পুরস্ককার বিতরনের সময় উলফাৎ ভাই ঘোষন
করছিলেন বিজয়ীদের নাম। এক পর্যায়ে তাকে ঘোষ
করতে হলো নিজ স্ত্রীর নাম কেননা ভাবী মিউজিক্যা
পিলোতে প্রথম হয়েছিলেন। উলফাৎ ভাই ঘোষনা ক
লেন—"ফার্স্ট ইন মিউজিক্যাল পিলো মিসেস উলফা
দ্যাটস্ মাই লেডী"। সংগে সংগে বাজখাই গলা থে
ভেসে এলো—হু ডিনাইস্'। সবাই বত্রিশ দাঁত বের ক
হেসে উঠলো।

এক সময় বেলা শেষ হলো। পরিবহন আমাদে
নিয়ে বেরিয়ে এলো প্রকৃতির বাড়ি থেকে। কে যেন ব
উঠল—'আগামী বারও দারুন জমাবো'। পিকনিকে
আয়োজকদের মুখে তখন পজেটিভ হাসি।

বিদেশের টুকিটাকিঃ

এ পর্বটি ঘটা করে স্প্যানে প্রকাশ করা হচ্ছে এবার
প্রতিবার আমরা প্রবাসী ক্যাডটদেরকে ঘিরে কিছু বিদ
খবর দিয়ে থাকি। এবার আমাদের হাতে বেশ কিছু খ
এসে পৌছেছে। খবরগুলো সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে আব
হামিদ (১/১) —উত্তর আমেরিকা থেকে। ওর পথ অ
সরন করে অন্যান্য দেশ থেকেও খবর পাঠাবেন—
প্রত্যাশা রইল।

ডেট লাইন–বোষ্টন পুনর্মিলন

আমাদের অনেক দিনের চেনাজানা বন্ধু বান্ধ
কলেজতো ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাতের একটা প্রাণ
সুযোগ আমরা 'গেট টুগেদার' এর মাঝ দিয়ে পাই। ভু
যাওয়ার প্রবণতা এবং ভুলে থাকবার কপোট অভিনয়
দুটোকে পারাজিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।

'অরকা —পুনর্মিলনী'র এতদিনের মুখস্ত সংজ্ঞা
অর্থাৎ ওটা মানেই বি এম ভি সি অথবা আই সি
এ ভবনের মিলনায়তনে একটা খাওয়া দাওয়ার আয়ো
এবং শেষমেষ একটা ঘুমন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—।'
আমাদের কাছে এবার যে পুনর্মিলনীর খবর এসেছে
অনুষ্ঠিত হয়েছে সুদূর আমেরিকার বোস্টনে-
অর্থাৎ, গেট টুগেদার—মানেই আই সি এম এ—ভবন
চেষ্টা এবং ইচ্ছার ফলস্বরুপ ওটা মানে বোস্ট ন ও।

চলতি বৎসরের মার্চ মাসে সেখানে পুরনো কয়েক
বন্ধু একত্রিত হয়েছিল। 'অরকা'কে কিভাবে বি

প্রতিষ্ঠিত করা যায় এটা ছিল মূল বিষয়বস্তু। এ প্রসংগে এটা উল্লেখ না করলেই নয় যে, আমাদের অনেক গর্বের হামিদ ভাইয়ের একান্ত চেষ্টার ফলেই সেটা সংঘটিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে যারা যারা উপস্থিত হয়েছিল তারা হচ্ছে—

আব্দুল হামিদ (১/১), আফজাল ইবনে নূর (৩/৯৩), তাজীম হাসান (৩/৮৮), জহিরুল (৩/৩৮৫), ডঃ নূর এ আলম (৪/১৭২) ডঃ আলমগীর (৫/২১৮), আনোয়ার চৌধুরী (৯/৪৮৩), ইরতেজা (১৩/৭৪৯)।

যে যে বিষয় সেখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ছিল—

- 'অরকা' কে বিদেশে সক্রিয়ভাবে রূপ দেওয়া
- 'অরকা বৃত্তি তহবিল' এ আর্থিক সাহায্য যোগান দান
- ০ বোস্টনে নিয়মিতভাবে প্রাক্তন ক্যাডেটদের পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আমরা ইতিমধ্যেই হামিদ ভাইয়ের মাধ্যমে 'অরকা তহবিলে বেশ কিছু টাকা দান হিসেবে পেয়েছি। যারা যারা এরং যত টাকা পঠিয়েছেন তা নীচে দেয়া হল।

- হাবীব সিদ্দিকী (২/৪৮) ৫০ ডলার
- গোলাম সারওয়ার (৪/১৫১) ২০ ডলার
- আবদুল লতিফ (১০/৫৭৪) ১৫ ডলার
- আফজাল ইবনে নূর (৩/৯৩) ৩০ ডলার
- মাহমুদুর রহমান (৩/৮০) ২০ ডলার
- ডঃ আলমগীর (৫/২১৮) ৩০ ডলার
- মিফতাহুল আমিন (৪/১৪৫) ১৫ ডলার
- জহিরুল ইসলাম (৪/৪৯৬) ৫০ ডলার
- ডঃ হালিমুর রশীদ খান (৫/২১৬) ৩৫ ডলার
- ডঃ মোহসিউল আলম (১২৬৩) ৩৫ ডলার
- এমরান হোসেন (১/২৬০) ৫০ ডলার
- আব্দুল হামিদ (১/১) ৫০ ডলার
- ডঃ খুরশীদ আহমেদ (১/১৫) ৩০ ডলার
- ডঃ সাদেকুল ইসলাম (১/৪) অংগীকার করেছেন, অর্থের পরিমান পরে জানানো হবে।

কথা হচ্ছে, 'অরকা' নামের সংগঠনটির বেঁচে থাকা নিয়ে। এটাকে সামনে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই সকলের অংশগ্রহন দরকার। যদি বলা হয়—'অরকা' কী দেবে —না প্রতিপত্তি, না সম্মান। আসলে—এগুলো কিছু হয়তো সে দিতে পারবে না তবুও রাজশাহীর ছোট্ট একটি গ্রামে, যেখানে আমাদের সকলের মনের 'নিউক্লিয়াস' রয়েছে সেটাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার একটা শক্তি নিঃসন্দেহে সে যোগান দিয়ে আসছে।

'অরকা ডাক্তার নয়, মেডিসিন ও নয়—তাই সে আমাদের সুস্থ করতে বিনে পয়সার ওষুধ যোগান দিতে হয়তো পারে না তবে অরকা অসহায় রুগীকে দেখতে আসা আপনজনের মত।'

সংগঠন টির জন্মের প্রথম বেলা থেকেই অর্থের সমস্যা। এতদিন পর্যন্ত দেশ বিদেশের ক্যাডেটদের কাছ থেকে বাৎসরিক চাঁদা এবং সময় সময় কিছু মহৎ ক্যাডেটদের দানের উপর ভর করেই এটা টিকে আছে। তবে ইদানিং বাৎসরিক চাঁদা আংশিকভাবে হলেও আদায় হয় না বা এ ব্যাপারে সকলের ইচ্ছাটা রুগ্ন হয়ে এসেছে বলা যায়। তাই আমাদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'রক্তদান' বা বৃত্তির মত বিষয়গুলোকে কার্যকর করার জন্য এককালীন দানের উপর ভরসা করে থাকতে হয়।

দেশে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তাদের অনেকেই এগিয়ে এসেছেন তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিত্তবান ক্যাডেট-দের মধ্যে 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া' কথাটি স্থায়ী হয়েছে।

তাই প্রবাসী বন্ধুদের সময়োপযোগী প্রতিদানহীন দান আমাদের কীভাবে আপ্লাবিত এবং আনন্দিত করেছে সেটা লিখবার ভাষা আমাদের নেই। এত দূরে বসে, এত ব্যস্ততার মাঝেও দেশের এই সংগঠনটির দিকে মায়াময় দৃষ্টিপাত—নিঃসন্দেহে দেশের বড়লোক বন্ধু-দেরকে উদার হওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

হে বোস্টন পুনর্মিলন, তুমি 'অরকা' র সামনে চলার পথে আশার প্রতীক হয়ে রইলে।

খুচরো খবরঃ

: আব্দুল হামিদ (১/১) এবং সাবিরা খাতুন তিন নম্বরে এসে পুত্রের মুখ দর্শন করেছেন। ছেলেটির জন্ম তারিখ ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৭।

—হে গর্বিত পিতার ভাগ্যবান পুত্র! বড় হয়ে তুমি অন্য একটি 'অরকা'র আর একজন আব্দুল হামিদ হও। পুত্রের পিতা কি এবার বুদ্ধিমান হবেন?

প্রসংগতঃ আব্দুল হামিদ অরকা স্কলারশীপ ফাণ্ডের জন্য ২০ ডলার পাঠিয়েছেন।

ঃ ইসরাত সিরাজী (৩/৮২)—কিছুদিন আগে সস্ত্রীক দেশে এসেছিলেন। তার স্ত্রী আমেরিকার মেমসাহেব। কিছুদিন আগে তাদের একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

—আমাদের প্রার্থনা, নবজাতক যেন মেমভাবীর চামড়া আর বাংগালী মন নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঃ ডঃ মহসিউল আলম দুলাল (১/২৬৩) এবং মিসেস শাহীন আলম তাদের দ্বিতীয় সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছেন ১৯৮৭র ২৭শে মার্চে। নবজাতকের নামকরণ করা হয়েছে 'রেজওয়ান'। দুলাল এরিজোনায় 'গ্যারেট টারবাইন ইন্‌জিন কোং' নামে একটি উড়োজাহাজ প্রস্তুত কারখানায় মেকানিকাল কম্পোনেন্ট ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত আছেন।

ঃ আফজাল ইবনে নূর (৩/৯৩) অরকা স্কলারশীপ ফাণ্ডের জন্য ৮০ ডলার পাঠিয়েছেন। সে জি, টি, ই, নামধারী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড়সড় কর্পোরেশনে অপারেশন রিসার্চ এ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত।

ঃ মিফতাহুল আমিন (৪/১৪৫) সাতাশির গ্রীষ্মে দেশে এসেছিলেন এবং একলা চলার পথ পরিহার করে, অনেক খোঁজাখুজির পর [মোটেই না] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ের প্রেমিকা-বান্ধবীর গলায় মালা পরিয়ে জীবন সাথী করেছেন।

—সার্থক প্রেম, বিশ্বস্ত ক্যাণ্ডেট এবং আশ্বস্ত ভাবী। পেশা—'ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড' নামের একটি প্রথমসারি জীবনবীমা কোম্পানীর কর্মচারী।

ঃ ডঃ মোঃ আলমগীর (৫/২১৮) ১৯৮৭-র জুলাই-এ দেশে এসেছিলেন এবং তার দেশে থাকা কালীন সময়ের সিংহভাগ অসুস্থতা ও ধর্মঘটে আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি বোস্টনের কাছাকাছি একটি ফার্মে রিসার্চ কেমিস্ট হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

ঃ আব্দুর রশীদ (৬/৩০৮) ওহিও স্টেট য়্যুনিভার্সিটিতে পোস্ট-ডক্টরাল কাজ করছেন। তিনি ওয়াশিংটন য়্যুনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগী লাভ করেছেন।

ঃ হালিমুর রশীদ খান (৫/২১৬) রুশভাষার অধ্যাপক হিসেবে ওহিও স্টেটের ওবারলিম কলেজে যোগ দিয়েছেন।

ঃ আতাউল মোনায়েম (৮/৪২৫) দেশে এসে বিয়ে করেছেন।

কনে— রিজওয়ানা নাজনীন তারিখ—২০শে আগষ্ট, ১৯৮৭। পেশায় তিনি একজন কম্প্যুটার প্রোগ্রামার। কর্মস্থল—'ইউনিসীস কানাডা ইন ··',—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্প্যুটার প্রস্তুতকারী কোম্পানী।

ঃ মাহমুদুর রহমান তাজু (৩/৮০) এবং মিসেস জাহিদা তাদের দ্বিতীয় সন্তান লাভ করেছে। নাম তাজিন [কন্যা]—তাজিন, তুমি অনেক বড় হও।' তানিজ নামের তাদের একটি ছেলে আছে। তাজু একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার এবং সেখানে মাস্টার্স করছেন যদিও তিনি একজন রুশ মাস্টার্স ধারী।

ঃ ইরতেজা (১৩/৭৪৯) মস্কো ছেড়ে নিউইয়র্কে এসেছে। সে অচিরেই রোডি আইল্যাণ্ড য়্যুনিভার্সিটিতে আণ্ডারগ্রাজুয়েট কোর্স শুরু করবে।

—"ইরতে, এবার স্থির হও। নুইয়র্ক হোক তোমার স্থায়ী ঠিকানা।"

ঃ এমরান (১/২৬০), পেশায় নিউক্লিয়ার কনসট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। তার কর্মস্থল যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর একটি কোম্পানী।

মকবুল মোর্শেদ মন্টি (১০/৫৪৯) মিশিগান হতে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেছে এবং ফিলাডেলফিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

—সে অবশ্যই পি এইচ ডি-র পিছু তাড়া করবে এটাই আমাদের আশা।

ঃ তাজিম হাসান (৩/৮৮), যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে কানাডা চলে গ্যাছে সাতাশির অক্টোবরে। উনি আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অফিসার ছিলেন—।

ডঃ সাদেকুল ইসলাম (১/৪)—জুলাই'—৮৮র কোন এক সময়ে বাংলাদেশে আসছেন—। তার দীর্ঘকালিন কুমারত্বের যন্ত্রনাকে উপলব্ধি করতে পেরেই— ..।

সে কানাডার মাউণ্ড এলিসন য়্যুনিভার্সিটিতে একজন শিক্ষক—

ঃ খুরশীদ আহমদ (১/১৫)—ইংলিশে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছে এবং বর্তমানে জাপানে শিক্ষকতা করছেন—

ঃ এ, এন, এম, ওয়াহিদুজ্জামান (৩/৮৪)—আমেরিকার জে ওয়াশিংটন য়্যুনিভার্সিটি থেকে পুনরায় এম

বি এ সম্পন্ন করেছে, সে এখন ওহিও-র কেন্ট স্টেট য়্যুনিভার্সিটিতে ডি বি এ—করছে।

: ফরহাদ চৌধুরী (৩/১২৬)—এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। সে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় বসবাস করছে।

শামীম শাকুর (৫/২২২)- বোষ্টন কলেজ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করতে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই।

: ফেরদৌস হোসেন (৬/২৯৯), অর্থনীতির উপর মাস্টার্স সম্পন করেছে।

: খন্দকার আব্দুস সামী (৬/৩১১)--কিছুদিন আগে এক বৎসরের মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে---বিষয় ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিক্স।

: আনোয়ারুল হক (৯/৪৮৩)।--- প্রায় একটানা দশ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার পর সে বাংলাদেশে এসেছিল বিয়েটিয়ের ব্যাপারে হয়তো। তার স্ত্রী গার্লস ক্যাডেট কলেজের একজন প্রাক্তন ক্যাডেট—।

: তসলিম শাকুর (১/৭)—শেফিল্ড য়্যুনিভার্সিটি যুক্তরাজ্য থেকে নগর পরিকল্পনার উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছে। সে এখন সেখানে স্বল্প সময়ের প্রোজেক্টের কাজে ব্যস্ত—।

: আব্দুল আওয়াল (৩/৩৮১)—কিছুদিন আগে নিউজার্সীতে গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট করেছে। নাকের হাড় সম্ভবতঃ ভেংগেছে তবে এখন শংকামুক্ত —। জীবনে বেঁচে গেলেও সে নিজের গাড়ীটিকে বাঁচাতে পারে নি ॥

দৃষ্টি আকর্ষণ

: ঈদের পরপরই অরকা একটি ঈদ-উত্তর পুনর্মিলনীর আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানমালায় থাকছে আব্দুল হামিদের (১/১) সম্বর্ধনা, আকর্ষনীয় নৈশভোজ ও দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের অংশগ্রহনে সংগীতানুষ্ঠান।

তারিখ : ১১ই আগষ্ট ১৯৮৮ ইং

স্থান : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অরকা বৃত্তি

পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাবে অরকা বৃত্তি '৮৮' জুন মাস পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্প্রতি বৃত্তি ফান্ডে কিছু টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে জুলাই মাস থেকে আবার এটাকে নিয়মিত করা হচ্ছে।

গরীব এবং মেধাবী ছাত্রদেরকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করার জন্য 'স্কলারশীপ কমিটি' দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্যাডেটদেরকে আবেদন পত্র জমা দিতে বলে। এরপর আবেদনকারীদের মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় এবং সবশেষে সাতজনকে বেছে নেয়া হয় যারা প্রত্যেকে মাসিক ২০০/ থেকে ৩০০/- টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

'অরকা স্কলারশীপ' ফান্ডে খালেদ স্যারের অর্থ যোগাযোগ [৫০০০/টাকা] এবং হামিদ ভাইয়ের এবং আফজাল ইবনে নূরের পাঠানো ৩৩০০ টাকা, এর অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত এ্যাকু ক্যাডেট ও শিক্ষক এই ফান্ডে অর্থ প্রদানের বিশ্বস্ত আশ্বাস প্রদান করেছে। তারা হচ্ছে—সর্বজনাব—আলহাজ্ব আব্দুল মুঈদ (২/৪২), ও লুৎফী মওলা (২/৬৯) এবং আব্দুর রহমান খান (শিক্ষক)।

কেন এমন হয়

একটা দুঃখ, একটা বিষাদময় যন্ত্রনার জন্ম দিয়ে পঞ্চদশ ব্যাচের সুইট আমাদের মাঝ থেকে স্বেচ্ছায় অভিমান করে হারিয়ে গেছে। ওর বিদায় নেয়ার কারণ?--- যদিও কণ্ঠ দিয়ে উচ্চরন করে যায়নি তবে অনুমান করা হচ্ছে--- আর্থিক।

আমাদের সকলের লজ্জা—আমরা ওর ভিতরের দুঃখবোধটাকে উপলব্ধি করতে পারিনি—, পারলে—ও হয়তো অভিমানের অনশন ভাংগতো।

সুইটের বিদায়কে সাক্ষী রেখে আজ আমাদের মধ্যে একটা চেতনা জেগে উঠুক—'আমাদের কলেজের কোন ক্যাডেটকে এভাবে অভিমান করে চলে যেতে দেব না।,

অরকা রক্তদান কর্মসূচী

বেশ কিছুদিন বিরতির পর 'অরকা' আবার তাদের ঐতিহ্যবাহী 'রক্তদান কর্মসূচী' সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করল। এবারের পালাটি ছিল 'বুয়েটের' ক্যাম্পাসে। দিনটি ছিল সমাপনী দিবস' ৮৮ (১৬ই এপ্রিল' ৮৮)। সমাপনী ছাত্ররা তাদের বিদায়ের দুঃখ ও আনন্দের আনু-

ঠানিকতার মাঝেও রক্তদান করেছে আন্তরিকতার সাথে। সংগৃহীত ৭০ ব্যাগ রক্ত 'সন্ধানী' কে দেয়া হয়েছে। আয়োজনটি মূখ্যত ১৩তম ব্যাচের ছেলেরা সম্পন্ন করে। তারা হ'ল মোকাদ্দেম সুফিউর, নিয়াজ, মুকুল, জাহিদ, প্রভাস, জহরুল এবং কামাল। সংগে ছিল দ্বাদশ ব্যাচের সবুজ। 'ডোনার'দের খাবারের তালিকায় 'অরকা' তাদের রাজকীয়ভাব বজায় রাখে। মজার ব্যাপার হ'ল অনুষ্ঠান শেষে কিছু 'পেপসি'র বোতল কে তিতুমীর হলের দিকে লংমার্চ করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে তদন্ত কি আবশ্যক নয় ?

কালেজ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

যখনই ইতস্ততঃ করি কাকে ভালবাসবো ? হাতের কাছের প্রেয়সীকে ?—যার হৃদয়ে সাগরের মত মমতা লুকিয়ে আছে, পরক্ষনেই মনে হয় রক্ত মাংসের কোন মানুষ কে ভাল বাসার মধ্যে একটানা কোন সুখ নেই। পাপাপাশি একই ঘরে থাকার পরও যে বান্ধবীটি একদিন বলে বসবে—'তুমি না— সে ভাল, ! আমাদের অত্যন্ত আদরের মনটি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। একদিন হয়তো সবার জীবনেই সত্য হয়ে ডেকে উঠবে যন্ত্রনার পাখী—'ভাল বাসার অন্য দিকটা ঘৃনা—আর ভালবাসা নয়।'

এমন কাউকে কি মন দেয়া যায় যাকে শুধু ভালবাসাই যায় ?

—যায় এবং অবশ্যই যায়, আর সে হল ২১ই ফেব্রুয়ারী—আমাদের কিশোরী কলেজের জন্মদিন।

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের জন্য পক্ষপাত দুষ্ট, এক পেশে অনুভূতি গুলোকে প্রস্ফুটিত করতে আমরা এক সাথে হয়ছিলাম পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর মিলনায়তনে—।

প্রতিবার যে ভাবে যাই, খাই-দাই এবার মনে হয় ঐতিহ্যবাহী গতানুগতিকতাকে আচ্ছা করে শায়েস্তা করার চেষ্টা হয়েছে। মিলনায়তনে প্রবেশের মুখেই অফিস সেক্রেটারীকে অভ্যর্থনা লেখা টেবিলে দেখা গেল। টেবিলের উপর একগাদা সাদা কাগজকে থরে থরে বসে থাকতে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। হাতে নিয়ে দেখি 'লিফলেট'। একেবারে কলেজী কায়দায় সমস্ত অনুষ্ঠানের একটা আগাম সূচী।

প্রধান অতিথি কবি শামসুর রহমান আসতে একটু দেরী করলেন। অভ্যাগতরা অনির্ধারিত সময় পেয়ে হায়রে গেজানো। ছোট ক্যাডেট-বড় ক্যাডেট মুখোমুখি, বড় ক্যাডেট বড় ক্যাডেট মুখোমুখি, ভাবীতে—ভাবীতে কানাকানি, ভাই-ভাবী ফিসফিস—সে এক আনন্দ বটে।

অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী বন্ধুরা ভাবীদের কাছাকাছি যেয়ে হিসেব করতে শুরু করে—'আমাদের বউটা এমন তর হবে তো' ? ভাবীদের সুচতুর মানুষগুলো মাঝে মাঝে প্রতিস্হাপন বিক্রিয়ার দ্বারা বউ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা সাতটায় এমতাজুল (১৬/৮৬৭) এর অনুপম ক্বেরাত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চের ব্যাক স্ক্রীন এবং টাইটেল ষোড়শ ব্যাচের পুলক অদ্ভুত ভাবে সাজিয়েছিল ; তাতে যত্ন এবং হৃদ্যতার ছোঁয়া স্পষ্টতই চোখে পড়েছে। উপস্থাপক হিসেবে কামাল (১৩/৭১৭) ছিল সাবলীল, বলিষ্ঠ, মার্জিত এবং সার্থক, প্রধান অতিথি বাচ্চা এক্স ক্যাডেটদের হাতে 'রাখি' পড়িয়ে দিয়ে বরণ করে নেন। অরকা মহাসচিবের বক্তব্য ছিল তথ্যপূর্ণ। প্রধান অতিথির বক্তব্য অনুপ্রেরনায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর একটা স্বরচিত কবিতা পাঠ ছিল সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয়।

হলের বামদিকে বেশ বড় করে 'সাংবাদিক' লেখা ছিল এবং নির্ধারিত আসনের প্রতিটিই ছিল শূন্য। আসনগুলোর একটি সদ্ব্যবহার করেন নঈম (১৩/৭২৩)। তিনি মাঝে মাঝে যে মূড নিয়ে আসন থেকে উঠছিলেন এবং বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে ছবি তুলছিলেন তাতে তাকে একজন বিজ্ঞ সাংবাদিকের মতই দেখাচ্ছিল।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল রাতের খাবার। 'রাহুর খাবার' বললেও ভুল হবে না, পরিমান ছিল পর্যাপ্ত। পেটুক কুল খাবারের কাছে আত্ম সমর্পন করতে বাধ্য হন। আয়োজন ও রান্নার মান ছিল অত্যান্ত উঁচুমানের। ফ্রি সার্ভিসের জন্য সবাই চোখ কান বন্ধ করে গিলছিল—আর মাঝে মাঝে পেটে হাত রেখে মুখ দিয়ে আস্তে করে ঢেকুর তুলে বলতে বাধ্য হচ্ছিলো—'হোয়াট এ রেলিশ'।

তৃতীয় পর্বে ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান। শুরুতেই বাচ্চা এক্সক্যাডেটদের জন্য নির্ধারিত ১০ মিনিট সময়। তাদের সমবেত সঙ্গীত, লিটনের মাউথ অর্গান, রেজার আবৃত্তি এবং জাকিরের ক্ষণস্থায়ী উপস্থাপনা সুন্দর ছিল। কাজলের গজল উৎরে গেছে। কিশোর (১০/৫৫৬) এর জন্য নির্ধারিত ৫ মিনিট ছিল হাস্যর-

সাত্মক বোরিংগিরিতে ঠাসা। সিরিয়াস ফারুখের (৯/৪৭৭) জন্য নির্ধারিত ১০ মিনিটে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। খোকন (১০/৫৭৬) এর উদাও কণ্ঠে— 'কফি হাউসের সেই আড্ডটা' মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে যায়। অতিথি শিল্পী হিসেবে একজন এক্স-মির্জাপুর ক্যাডেট এসেছিলেন। তিনি চমৎকার অর্গান বাজিয়ে শোনান। তার দ্রুতলয়ের বাদ্যের তালে তালে পিছনের কোনায় অনেককে মশগুল হয়ে নাচতে দেখা যায়।

লিফলেট অনুযায়ী এরপর আসে ভাবীদের অংশ গ্রহনের পালা। কিন্তু তারা তাদের পূর্বের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে অংশগ্রহনে অপারগতা প্রকাশ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উপহারের লোভে ষ্টেজে উঠেন। উপহার প্রদান করেন ডঃ আহসানুল কবির (২/৩৬), সংগে ছিল অনুষ্ঠানের কনভেনর সবুজ (১২/৬৬৩)।

সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল লাকি কুপন ড্র। এটি পরিচালনা করেন দ্বিতীয় ব্যাচের প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ আহসানুল কবীর। তিনি খুব উচ্ছল-প্রাণবন্ত ছিলেন এবং বেশ প্রত্যুতপন্ন মতির পরিচয় দেন।

রাত পৌনে ন'টার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এবারের এই অনিন্দ্যসার্থক অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয় ব্যাচের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত খরচের সিংহভাগ তারাই বহন করেন। আমরা আশা করছি পরবর্তীতে এরূপভাবে বিভিন্ন ব্যাচ সাহসিকতা প্রদর্শন করবেন।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। তবে যে কোন দিন দুধের স্বাদই পায়নি, তার জন্য ঘোলই যথেষ্ঠ। আমরা ক্যাডেটরা কলেজে অনেক সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান দেখে অভ্যস্থ। তাই আমাদের রুচি ও চাহিদা অনেক অনেক উঁচুতে। বহুদিন পর একটি মনগ্রাহী অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য অনুষ্ঠানের কনভেনরদ্বয় সবুজ (১২/৬৬৩) ও কামাল (১৩/৭১৭) নিশ্চয়ই কৃতিত্বের দাবীদার। তাদের বলিষ্ঠ পদচারণা অনুষ্ঠানের মানকে অনেকখানি উর্ধ্বমুখী করেছে। একটু টোকা দিয়ে অন্যদের স্মরণ করে দিতে চাই, 'তিল পরিমান সদিচ্ছা থাকলে তাল 'পরিমাণ ফল পাওয়া যায়'। অবশ্য যোগাতারও একটা প্রশ্ন থেকে যায়— ।

সম্বর্ধনা

ডঃ খালেদ বাংলাদেশের একজন কৃতি সন্তান। তাঁকে নিয়ে গর্ব করার মতো আমাদেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ১৯৬৬ (কলেজ এর প্রতিষ্ঠ লগ্ন) থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি আমাদের কলেজের রসায়নের প্রভাষক ছিলেন। ৭০' এর মে সাসে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ড যান। সেখান থেকে আমেরিকা গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আধুনিক বিজ্ঞানে তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে। তিনি বিশেষ ধরনের মরফিন আবিষ্কার করেছেন যার কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা নেশা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। তিনি পুষ্টির উপর অনেক তথ্য ওতত্ব উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো ক্যানসারের প্রতিষেধক (বাজারে বের হওয়ার পথে)। সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর পর বাংলাদেশ খাদ্যও পরিপুষ্টি বিভাগের আমন্ত্রনে গত ফেব্রুয়ারীতে দেশে এসেছেন। অরকার তরফ থেকে গত ২৩শে এপ্রিল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে তাঁকে সর্ম্বধনা দেয়া হয়। প্রায় ৯' দেড়েক ক্যাডেট প্রাথমিকভাবে উপস্থিত ছিল। ইফতার ও রাতের খাবারের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। খাবারের গুনগত মান ও পরিমান ছিল সন্তোষজনক। খাদ্য প্রিয়রা ছিল সন্তুষ্ট। রাতের খাবারটা ইফতারের সাথে না দিয়ে মল অনুষ্ঠানের পরে দিলে ভাল হতো। প্রচুর পরিমানে ইফতার গলধঃকরনের পর রাতের খাবার সদ্ব্যবহার করার তেমন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া খাবারের লোভ সব ক্যাডেটকেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারতো। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অনেকেই ইফতারের মাত্র ২/১ মিনিট আগে এসেছেন এবং পেট ভরানোর পালা চুকিয়েই বিজ্ঞের (!) মতো সটকে পড়ছেন। ব্যাপারটা শুধুই দুঃখজনক নয়, লজ্জাকর এবং তীব্রভাবে চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫০/৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। আমদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কি দিন দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছে? আমাদের আর এক প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মোস্তফা আজীজও উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রধান ডঃ মালেক।

খালেদ স্যারের বক্তব্য ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি যেভাবে সাবলীল ভঙ্গিতে কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন এবং তাঁর সময়কার ক্যাডেটদের নামসহ চিনতে পারছিলেন তা দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি যেন এখনও কলেজেই আছে এবং সবার সাথেই প্রত্যেক্ষ যোগাযোগ আছে। ফিরোজ (২/৫০), রুমি